আইন সংশোধনে রাজস্ব ঝুঁকি: তামাক কোম্পানির মিথ ও বাস্তবতা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি আইনের খসড়া সংশোধনীটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু দুইটি সিগারেট কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এবং জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটিআই) আইন সংশোধনের বিরোধিতা করে অর্থ এবং আইন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরারর চিঠি প্রেরণ করেছে। চিঠিতে আইন সংশোধন হলে সরকার বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাবে মর্মে ভিত্তিহীন তথ্য তুলে ধরেছে কোম্পানি দুটি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হওয়ার পর পরবর্তী ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সিগারেট খাতে রাজস্ব আয় বেড়েছে যথাক্রমে ৪,৭৭৪.৭০ (১৭.৯৭%) মিলিয়ন টাকা এবং ৯,৯৬৯ (৩৭.৫২%) মিলিয়ন টাকা (চিত্র ১)। একইভাবে, ২০১৩ সালে আইন সংশোধনীর পর পরবর্তী ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সিগারেট খাতে রাজস্ব আয় বেড়েছে যথাক্রমে ২৫,২৫৩.৬০ (২৫.৫১%) মিলিয়ন টাকা এবং ৪৬,০৪৯.৭০ (৪৬.৫২%) মিলিয়ন টাকা (চিত্র ২) । সুতরাং এনবিআর-এর তথ্যই বলছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের সাথে রাজস্ব হারানোর কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত নীতিনির্ধারকদের বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে আইন সংশোধন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতেই এমন সংঘবদ্ধ প্রচারণা শুরু করেছে কোম্পানিগুলো।

২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস এবং ২০১৩ সালে সংশোধনীর পর সিগারেট খাতে রাজস্ব আদায়ের চিত্র (মিলিয়ন টাকায়)

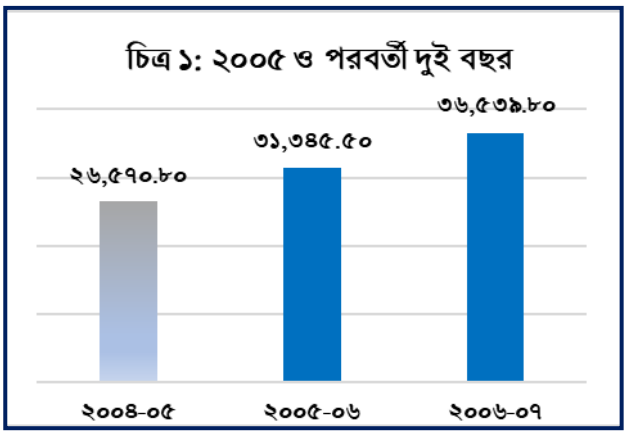

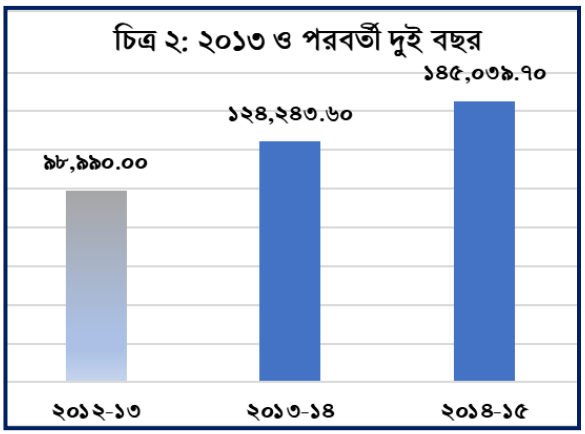

আইন সংশোধনের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবসমূহ:

তামাক ব্যবহারজনিত প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর হাত থেকে অসংখ্য জীবন বাঁচানোসহ পঙ্গুত্ব ও অসুস্থতা থেকে মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করা।

- **পরোক্ষ ধূমপানের স্বাস্থ্যক্ষতি থেকে অধূমপায়ীদের সুরক্ষা প্রদান।**

  প্রস্তাবিত সংশোধনী-

  - ‘ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান’ বিলুপ্ত করার মাধ্যমে সকল পাবলিক প্লেস, কর্মক্ষেত্র ও পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা;

- **তামাকের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষায় কিশোর-কিশোরী ও তরুণ প্রজন্মকে তামাক ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত রাখা।**

  প্রস্তাবিত সংশোধনী-

  - তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা (বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন, তামাক কোম্পানির সিএসআর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-হাসপাতাল-শিশুপার্কের আশেপাশে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, ভ্রাম্যমাণ দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়);
  - ই-সিগারেট এবং হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টস (এইচটিপি) সহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টস উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা;
  - তামাকজাত দ্রব্য খুচরা বা খোলা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; এবং
  - তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধিসহ স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং চালু করা।

পরোক্ষ ধূমপানের স্বাস্থ্যক্ষতি থেকে অধূমপায়ীদের সুরক্ষা প্রদান এবং তরুণ প্রজন্মকে তামাকের বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত রাখতেই বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সুতরাং তামাক কোম্পানির অপতৎপরতায় বিভ্রান্ত না হয়ে খসড়া সংশোধনীটি দ্রুত পাস করতে হবে।

PROGGA Knowledge for Progress

progga.bd@gmail.com | www.progga.org